তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপ

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

১৮ জুন ২০২২

নসরুল হামিদ মিলনায়তন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

যোগাযোগ: progga.bd@gmail.com

প্রগতির জন্য জ্ঞান
PROGGA *Knowledge for Progress*

প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স- আত্মা'র পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ব্যবহার কমাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যে যুগোপযোগী এবং কার্যকর করারোপের লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে এসব দাবির কোন প্রতিফলন নেই এবং এই বাজেট পাস হলে তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাকপণ্যের ব্যবহার বাড়বে, সরকারের স্বাস্থ্য ব্যয় বাড়বে, অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং তামাক কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

একনজরে বাজেট প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য প্রভাব	চূড়ান্ত বাজেটে সংশোধনীর প্রস্তাব
মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি (১০ শতাংশ) এবং নিত্যপণ্যের দামবৃদ্ধির তুলনায় সিগারেটের দামবৃদ্ধি খুবই সামান্য হওয়ায় সিগারেট আরো সহজলভ্য ও সস্তা হয়ে পড়বে। তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী সিগারেট ব্যবহারে উৎসাহিত হবে এবং সিগারেট বিক্রি বেড়ে যাবে। সম্পূরক শুল্ক সুনির্দিষ্ট কর আকারে ধার্য না করায় এবং নিম্নস্তরের সিগারেটে করহার না বাড়ানোর কারণে লাভবান হবে তামাক কোম্পানি।	সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক আরোপ করা।
সিগারেট থেকে সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এবং ভ্যাট বাবদ ৬ হাজার ৪১০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় থেকে সরকার বঞ্চিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার তরুণ জনগোষ্ঠির অকাল মৃত্যু রোধ করা যেত কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে না।	প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের নিম্ন স্তরে খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; মধ্যম স্তরে খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; উচ্চ স্তরের খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক করা এবং প্রিমিয়াম স্তরে খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।
নিত্যপণ্যের দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছে অথচ বিড়ি (২৫ শলাকা ১৮ টাকা), জর্দা (১০ গ্রাম ৪০ টাকা) এবং গুল (১০ গ্রাম ২০ টাকা) প্রভৃতির দাম ও করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। নিত্যপণ্যের তুলনায় এসব পণ্য অধিক সস্তা হয়ে পড়বে। এছাড়া মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির (১০%) কারণেও এসব পণ্য আরো সহজ লভ্য হবে। সবমিলিয়ে কমদামি তামাকের ব্যবহার বাড়বে। বিশেষ করে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাকপণ্যের ব্যবহার বাড়বে।	সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সবধরনের তামাকপণ্যের দাম মূল্যস্ফীতি ও প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির তুলনায় অধিকহারে বাড়াতে হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা কী পেলাম?

এক কথায়- প্রস্তাবিত বাজেট তামাকবিরোধীদের হতাশ করেছে। মূল্য স্তরভেদে সিগারেটের দাম বাড়ানো হয়েছে ২.৫৬ শতাংশ থেকে ৮.৮২ শতাংশ পর্যন্ত, যা ১০ শতাংশ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং নিত্যপণ্যের দামবৃদ্ধির তুলনায় খুবই সামান্য। ফলে সব ব্র্যান্ডের সিগারেট আরো সহজলভ্য এবং নিত্যপণ্যের তুলনায় অধিক সস্তা হয়ে পড়বে এবং জনগণ সিগারেট ব্যবহারে উৎসাহিত হবে। অন্যদিকে, নিম্নস্তরের সিগারেটে সম্পূরক শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখায় (সারণি ১) লাভবান হবে সিগারেট কোম্পানি। বাজেটে বিড়ি, জর্দা, গুল প্রভৃতির দাম ও করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে অথচ এসময়ে নিত্যপণ্যের দাম এবং জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট কার্যকর হলে এসব তামাকপণ্য অধিক সহজলভ্য এবং সস্তা হয়ে পড়বে। বিশেষ করে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে কমদামি তামাকপণ্যের ব্যবহার বাড়বে এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেড়ে যাবে। একইসাথে টানা ৬ষ্ঠ বছরের মত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখায় বিড়ি ব্যবসা লাভজনক হবে। প্রতিবছর বাজেটের আগে বিড়ি কোম্পানিগুলো শ্রমিকদের ব্যবহার করে কর বৃদ্ধি ঠেকানোর আন্দোলন করে থাকে এবং বাজেটে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনস্বাস্থ্য, সরকার বঞ্চিত হয় বর্ধিত রাজস্ব থেকে। তামাকবিরোধীদের পক্ষ থেকে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক আরোপের দাবি জানানো হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি (সারণি ১)। অর্থাৎ কর-কাঠামোয় বিন্দুমাত্র সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়নি। সিগারেটে বিদ্যমান বহুস্তরবিশিষ্ট অ্যাডভ্যালোরেম পদ্ধতি কর আহরণে অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি করে এবং কর ফাঁকির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতিতে কর আহরণ সহজ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ বন্ধ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চূড়ান্ত বাজেটে তামাকবিরোধীদের দাবি অনুযায়ী তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাসের পাশাপাশি শুধু সিগারেট খাত থেকেই সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় অর্জন করা সম্ভব হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্যখাত ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে।

সিগারেটঃ

সারণি ১: সিগারেটের মূল্যস্তর, সম্পূরক শুল্ক ও করভার*

মূল্যস্তর	১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য (টাকা)			সম্পূরক শুল্ক (%)	
	২০২১-২২	২০২২-২৩ (প্রস্তাবিত বাজেট)	আগের বছরের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি	২০২১-২২	২০২২-২৩ (প্রস্তাবিত বাজেট)
নিম্ন	৩৯+	৪০+	২.৫৬%	৫৭	৫৭
মধ্যম	৬৩+	৬৫+	৩.১৭%	৬৫	৬৫
উচ্চ	১০২+	১১১+	৮.৮২%	৬৫	৬৫
প্রিমিয়াম	১৩৫+	১৪২+	৫.১৮%	৬৫	৬৫

* করভার = সম্পূরক কর + ১৫% মূল্য সংযোজন কর (মূসক) +১% সারচার্জ।

প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্ন স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরামূল্য মাত্র ১ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজেট কার্যকর হলে এই স্তরে সিগারেটের দাম বাড়বে মাত্র ২.৫৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, বর্তমানে সিগারেট বাজারের ৭৫ শতাংশই নিম্ন স্তরের দখলে (চিত্র ১) যার প্রধান ভোক্তা মূলত তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যম স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ৬৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৫ টাকা (৩.১৭ শতাংশ), উচ্চ স্তরে ১০২ টাকা থেকে ১১১ টাকা (৮.৮২ শতাংশ) এবং প্রিমিয়াম বা অতি উচ্চ স্তরের ১০ শলাকার দাম ১৩৫ টাকা থেকে ১৪২ (৫.১৮ শতাংশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিত্র ১: সিগারেটের মূল্য স্তরভিত্তিক মার্কেট শেয়ার, ২০২০-২১ সাল

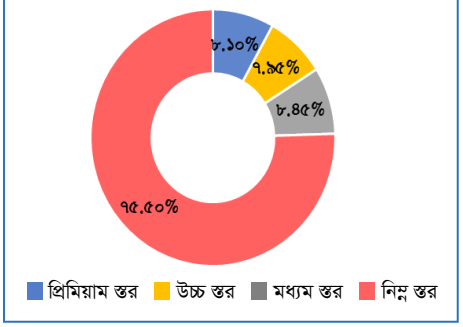

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসেবে অনুযায়ী ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে (প্রভিশনাল) জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১০ শতাংশ (নমিনাল)। সিগারেটের দামবৃদ্ধি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির তুলনায় খুবই কম হওয়ায় সিগারেট আরো সহজলভ্য হবে, তরুণরা সিগারেট ব্যবহারে বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে এবং সিগারেট বিক্রি বেড়ে যাবে।

বর্তমানে প্রায় সকল নিত্যপণ্যের দাম ব্যাপক হারে বেড়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য থেকে চারটি মহানগরীর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গড় খুচরা মূল্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২১ সালের (৮ জুন) তুলনায় ২০২২ সালে (৮ জুন) সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে ৪৫.১৮ শতাংশ, আটার দাম ৪৪.৬৩ শতাংশ, ডিমের দাম ৩৪.০৩ শতাংশ, মসুর ডালের দাম ২৫.৪৩ শতাংশ, গুঁড়ো দুধের দাম ১৮.১৯ শতাংশ, ব্রয়লার মুরগির দাম ১৬.৬৩ শতাংশ এবং মিনিকেট চালের দাম বেড়েছে ১২.৫ শতাংশ (চিত্র ২)। অথচ প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেট বাজারের ৭৫ শতাংশ দখলে থাকা নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম বাড়ানো হয়েছে মাত্র ২.৫৬ শতাংশ এবং বহুল ব্যবহৃত জর্দা, গুল ও বিড়ির দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে নিত্যপণ্যের তুলনায় তামাকপণ্য আরো সস্তা হবে অর্থাৎ তামাকপণ্যের প্রকৃতমূল্য হ্রাস পাবে এবং তরুণ ও নিম্ন আয়ের মানুষ এসব পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত হবে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

অন্যদিকে, নিম্নস্তরের সিগারেটে সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে কেবল খুচরামূল্য ১ টাকা বাড়ানোর কারণে বর্ধিত মূল্যের একটা অংশ কোম্পানির পকেটে চলে যাবে। একইসাথে তামাকবিরোধীদের প্রস্তাব অনুযায়ী সম্পূরক শুল্ক সুনির্দিষ্ট আকারে আরোপ না করায় কর আহরণে জটিলতা বাড়বে এবং তামাক কোম্পানির কর ফাঁকিসহ নানাভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

চিত্র ২: তামাকপণ্য* ও নিত্যপণ্যের** তুলনামূলক দামবৃদ্ধির (%) চিত্র- ২০২১, ২০২২

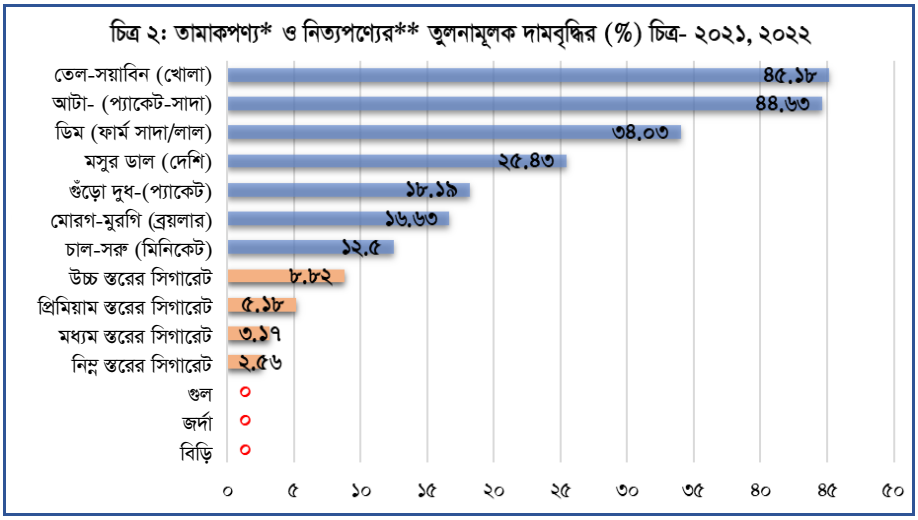

২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ (প্রস্তাবিত) অর্থবছরে দামবৃদ্ধি (%) (উৎস: বাজেট এস আর ও);
*** ২০২১ সালের ৮ জুনের তুলনায় ২০২২ সালের ৮ জুনে দামবৃদ্ধি (%) (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা মহানগরীর গড় বাজারদর। (উৎস: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)।*

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাকপণ্যে খুচরামূল্যের ৭০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আকারে আদায় করার সুপারিশ করলেও বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক হার ৫৭-৬৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে (চিত্র ৩)। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে বর্ধিত মূল্যের একটি বড় অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যায়, যা সরকারি কোষাগারে যেতে পারে। প্রস্তাবিত বাজেটে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি না করায় সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং তামাক কোম্পানিগুলোর আয় বৃদ্ধি পাবে ফলে তারা মৃত্যুবিপণনে আরো উৎসাহিত হবে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

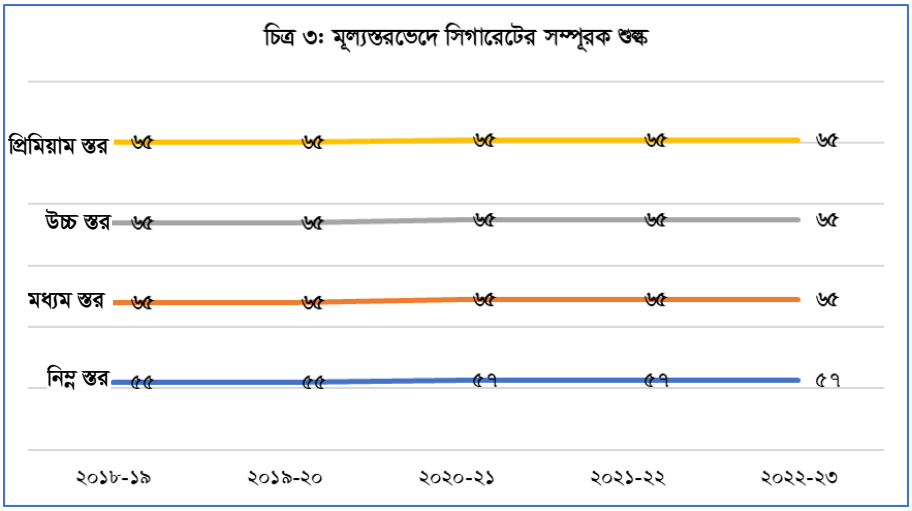

তামাকবিরোধীদের পক্ষ থেকে মধ্যমেয়াদে (২০২২-২৩ থেকে ২০২৭-২৮) সিগারেটের ব্র্যান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। এই চারটি মূল্যস্তরের কর হার এবং ভিত্তিমূল্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নস্তর ও অতিউচ্চ (প্রিমিয়াম) স্তরের মধ্যে এই পার্থক্য অনেক বেশি। বিভিন্ন দামে সিগারেট ক্রয়ের সুযোগ অব্যাহত থাকায় সিগারেট ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করছে না। কারণ, একটি মূল্যস্তরে সিগারেটের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে ভোক্তা তার সিগারেটের পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করার সুযোগ পায়। সর্বশেষ প্রকাশিত গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ এর ফলাফলেও দেখা গেছে, সার্বিকভাবে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পেলেও সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, একাধিক স্তরপ্রথার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলোও উচ্চস্তরের সিগারেট নিম্নস্তরে ঘোষণা দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায়। বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে এই কৌশল অবলম্বন করে ১ হাজার ৯শ ২৪ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

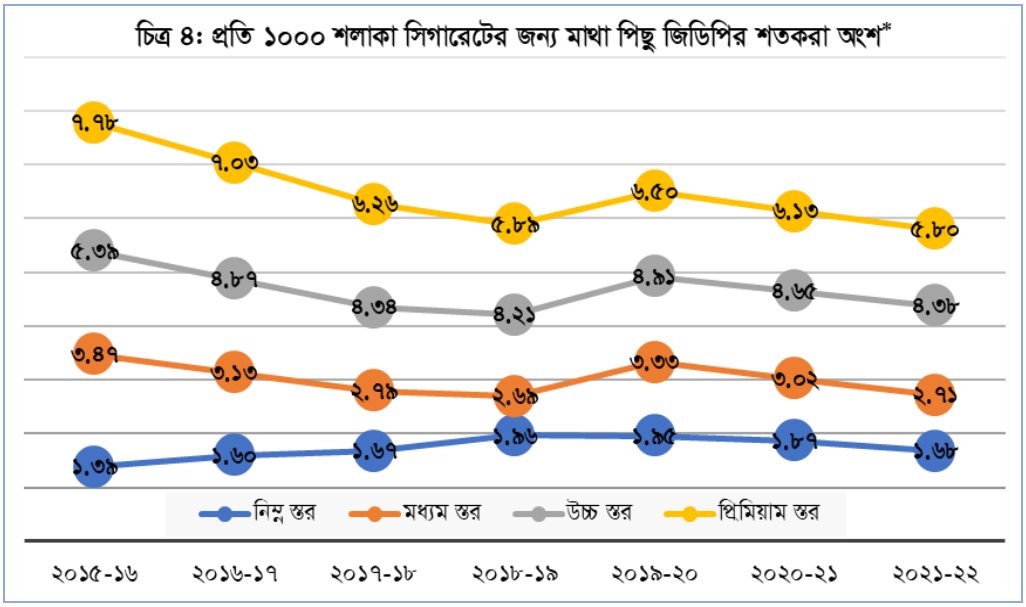

** Relative Income Price (RPI)= Per Capita GDP (in BDT) required to purchase certain amount of tobacco product*
** Cigarette price taken from government declared SRO data from year 2015-16 to 2021-22*
**Per capita GDP (in BDT) taken from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)*

তামাকপণ্য দিন দিন সস্তা থেকে আরও সস্তা হচ্ছে (চিত্র ৪), ফলে এর ব্যবহার ও ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা রোধ করা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের তথ্যমতে, সবচেয়ে কমদামে সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৭টি দেশের মধ্যে ১০৭তম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমারের পরেই বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দামে সস্তা ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়।[১] প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক রিলেটিভ ইনকাম প্রাইস (আরআইপি) পদ্ধতির মাধ্যমে সিগারেটের স্তরভিত্তিক সহজলভ্যতা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ সালে একজন ধূমপায়ীর প্রিমিয়াম, উচ্চ এবং মধ্যমস্তরে ১০০০ শলাকা সিগারেট কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র যথাক্রমে ৭.৭৮, ৫.৩৯ ও ৩.৪৭ শতাংশ ব্যয় হতো, সেখানে ২০২১-২২ সালে একই পরিমাণ সিগারেট কিনতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৫.৮০, ৪.৩৮ ও ২.৭১ শতাংশ। নিম্নস্তরের সিগারেটও ২০১৮-১৯ এর তুলনায় ২০২১-২২ এ অধিক সহজ লভ্য হয়েছে। সহজ লভ্যতার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে।

নিম্ন স্তরের সিগারেট ব্যবহারে উচ্চ প্রবণতা আত্মঘাতী!

চিত্র ৫: মূল্যস্তর ভেদে সিগারেট বিক্রয় (২০০৬-০৭ থেকে ২০২০-২১ সাল)

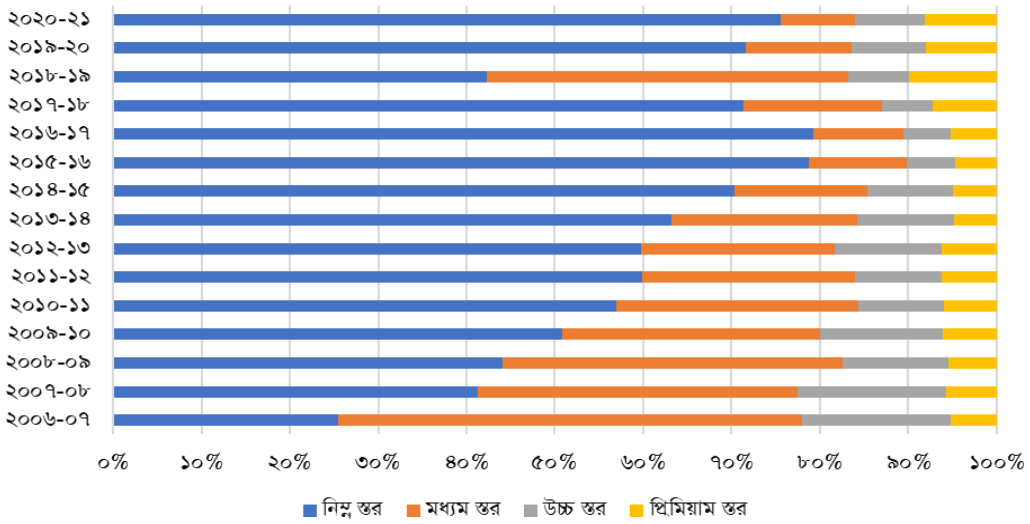

ত্রুটিপূর্ণ করকাঠামোর কারণে সিগারেট ছাড়ার পরিবর্তে উচ্চ ও মধ্যম স্তরের ভোক্তারা নিম্ন স্তরের সিগারেট বেছে নিয়েছে (চিত্র ৫)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০০৬-০৭ সালে নিম্ন স্তরের মার্কেট শেয়ার ছিল মাত্র ২৫ শতাংশ যা ব্যাপকহারে বেড়ে ২০২০-২১ সালে ৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটা নি:সন্দেহে একটি আত্মঘাতী প্রবণতা। নিম্ন স্তরে শুল্কহার কম হওয়ায় এই স্তরে নতুন নতুন ব্র্যান্ড প্রচলনের সুযোগ পেয়েছে কোম্পানিগুলো। ফলে একদিকে সস্তা সিগারেটের ব্যবহার বেড়েছে এবং অন্যদিকে সরকার বর্ধিত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০-২১ সালে প্রতি ১০ শলাকা প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেট প্যাকেট থেকে সরকার রাজস্ব পেয়েছে ১০৩.৬৮ টাকা অথচ নিম্ন স্তরে ১০ শলাকার প্যাকেট থেকে রাজস্ব পেয়েছে মাত্র ২৮.৪৭ টাকা (চিত্র ৬)। তামাকবিরোধীদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই স্তরের সম্পূরক শুল্ক হার ৫৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করা হলে এই প্রবণতা অনেকাংশেই কমে যেত।

চিত্র ৬: স্তর ভেদে সিগারেটের মূল্য, কোম্পানির অংশ এবং করভার (২০২০-২১ সাল)

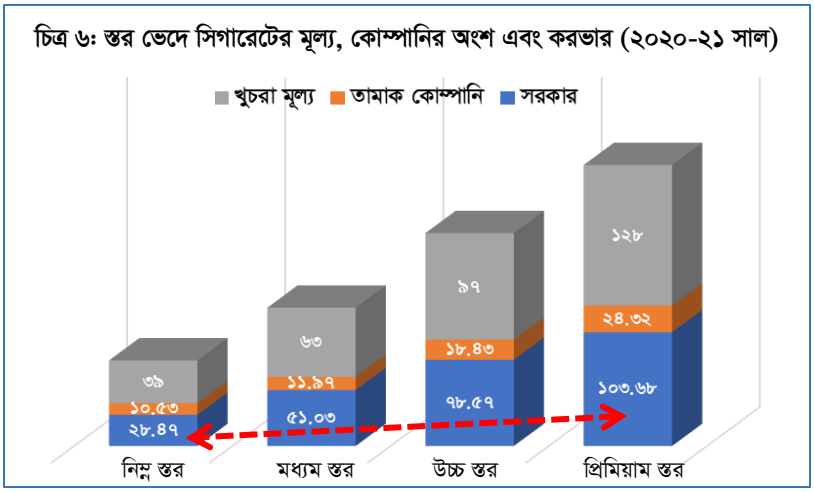

[১] WHO report on the global tobacco epidemic 2021. Available at: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1359088/retrieve

বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা ও গুল):

প্রস্তাবিত বাজেটে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির মূল্য ১৮ টাকা অপরিবর্তিত রাখার পাশাপাশি টানা ষষ্ঠ বছরের মত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে (চিত্র ৭)। এটি খুবই হতাশাজনক এবং জনস্বাস্থ্যবিরোধী। বিড়ি শ্রমিকদের ব্যবহার করে কারখানার মালিকপক্ষ বিড়ির কর বৃদ্ধি ঠেকাতে যে অযৌক্তিক আন্দোলন চালিয়েছে তার ফল স্বরূপ বাজেট ঘোষণায় তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) পরিচালিত "বাংলাদেশে বিড়িশ্রমিক আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান: একটি গুণগত বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, বিড়ি শ্রমিকদের এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত নয়, মালিকদের সাজানো। মূলত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিড়ি শ্রমিকদের ঢাকায় নিয়ে আসে বিড়ি কোম্পানির মালিকরা। আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য শ্রমিকদের পরিবহন, খাবারসহ সকল ব্যয় মালিক পক্ষ বহন করে। বিড়ি শ্রমিকদের এই আন্দোলনে প্রকৃত লাভবান হয় বিড়ি মালিকরাই। ২০১৯ সালে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে বিড়ির উপর বর্ধিত কর প্রত্যাহার করে নেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। ফলে এক হাজার শলাকা বিড়িতে মালিকদের আয় বৃদ্ধি পায় ২৮ টাকা। অথচ শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো হয় প্রতি হাজারে মাত্র ৬ টাকা। উল্লেখ্য, বাজেটে বিড়ির শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল খুচরামূল্য বৃদ্ধি করায় ২০১৮-২০২০ এই তিন বছরে প্রতি ১ হাজার শলাকায় মালিকদের মুনাফা বেড়েছে ১১৮.৮ টাকা। অন্যদিকে, বিড়ির কর ও দাম না বাড়ানোর জন্য দরিদ্র বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা নিয়ে যে কাল্পনিক তথ্য কারখানা মালিকরা দিয়ে থাকেন, খোদ এনবিআর এর গবেষণাতেই তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে (The Revenue and Employment Outcome of Biri Taxation in Bangladesh, Dhaka: 2019) বলা হয়েছে বাংলাদেশে বিড়ি শিল্পে কর্মরত নিয়মিত, অনিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে পূর্ণসময় কাজ করার সমতুল্য শ্রমিক সংখ্যা মাত্র ৪৬ হাজার ৯১৬ জন। এই গবেষণায় সকল তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপের সুপারিশও করা হয়েছে।

চিত্র ৭: বিড়ির মূল্য ও সম্পূরক শুল্কহার

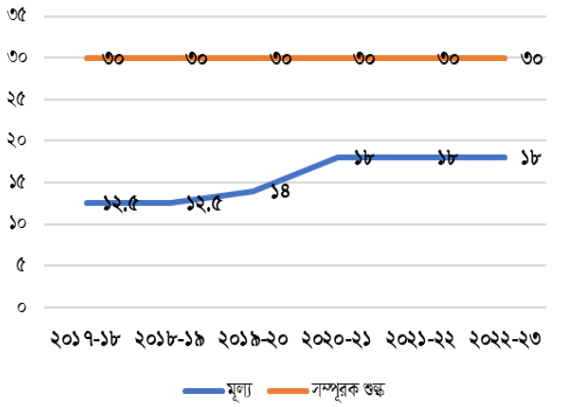

সরকারের কর ও মূল্য পদক্ষেপের কারণে বিগত বছরগুলোতে বিড়ির সহজলভ্যতা কিছুটা হ্রাস পেলেও সাম্প্রতিক সময়ে উল্টো চিত্র চোখে পড়ছে। (চিত্র ৮)। ২০২০-২১ সালে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিড়ি পেতে মাথাপিছু জিডিপির ১.৭৫ শতাংশ ব্যয় করতে হতো, ২০২১-২২ সালে সমপরিমাণ বিড়ি পেতে ১.৫৫ শতাংশ অর্থাৎ কম পরিমাণ ব্যয় করতে হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট পাস হলে বিড়ি আরো সহজলভ্য এবং সস্তা হয়ে যাবে। ফলে এর প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষ বিড়ি ব্যবহারে উৎসাহিত হবে।

চিত্র ৮: প্রতি ৫০০০ শলাকা বিড়ির জন্য মাথা পিছু জিডিপির শতকরা অংশ*

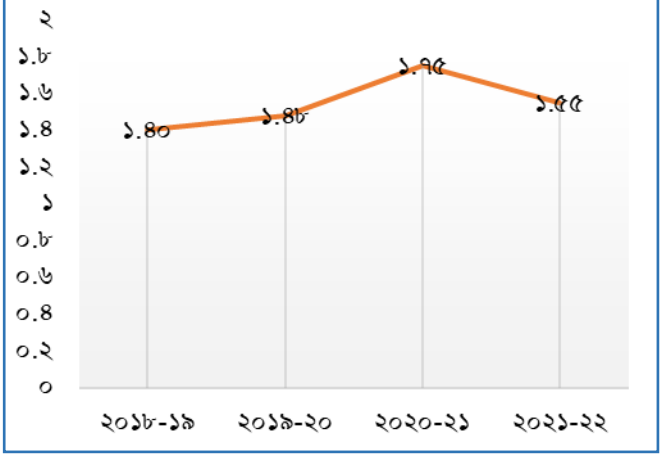

** Relative Income Price (RPI)= Per Capita GDP (in BDT) required to purchase certain amount of tobacco product*
** Bidi price taken from government declared SRO data from year 2018-19 to 2021-22*
**Per capita GDP (in BDT) taken from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)*

প্রস্তাবিত বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য জর্দা (১০ গ্রাম ৪০ টাকা) এবং গুলের মূল্য (১০ গ্রাম ২০ টাকা) ও কর আগের মতই রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বৃদ্ধি হয়নি। এ দু'টি তামাকজাত পণ্যের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কের হার ৫৫ শতাংশ। দেশে অর্ধেকেরও বেশি তামাক ব্যবহারকারী ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা ও গুল) সেবন করেন অর্থাৎ বাংলাদেশের ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ তামাক ব্যবহারকারীর মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষই ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী। আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারীদের মাঝে এই পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে জর্দা-গুল ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করার কোনো উদ্যোগ প্রস্তাবিত বাজেটে নেই, যা অত্যন্ত হতাশাজনক।

উল্লেখ্য, ২০২০-২১ সালে প্রতি ১০০০ গ্রাম জর্দা ও গুল ক্রয় করতে মাথাপিছু জিডিপির যথাক্রমে ১.৯২ শতাংশ এবং ০.৯৬ শতাংশ ব্যয় করতে হতো, ২০২১-২২ সালে এসে সমপরিমাণ জর্দা ও গুল পেতে ব্যয় করতে হয়েছে অনেক কম ১.৭২ শতাংশ এবং ০.৮৬ শতাংশ (চিত্র ৯)। প্রস্তাবিত বাজেট পাস হলে পণ্য দুটি আরেক দফায় সহজলভ্য হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব পণ্যের রাজস্ব আদায় খুবই দুর্বল। মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.১৫ শতাংশ (২০২০-২১ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। দেশে রেজিস্ট্রেশনবিহীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জর্দা ও গুল কারখানা থাকায় ঐসব কারখানা থেকে কর সংগ্রহ করা কঠিন। সুতরাং জর্দা ও গুলের উপর প্রযোজ্য কর আহরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হলে কর আদায়ের জটিলতা হ্রাস এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

চিত্র ৯: প্রতি ১০০০ গ্রাম জর্দা এবং গুলের জন্য মাথা পিছু জিডিপির শতকরা অংশ*

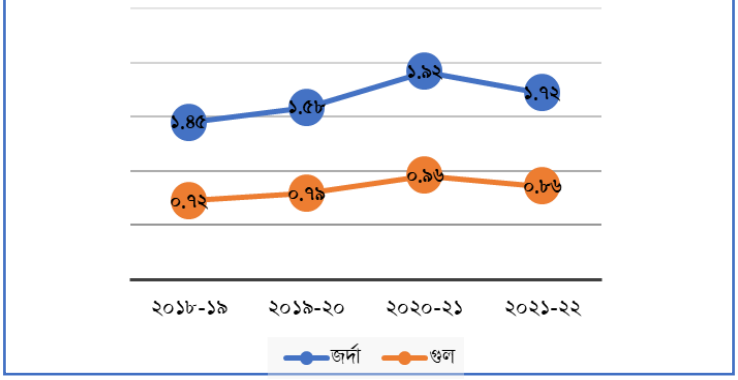

** Relative Income Price (RPI)= Per Capita GDP (in BDT) required to purchase certain amount of tobacco product*
** Prices of jarda and gul taken from government declared SRO data from year 2018-19 to 2021-22*
**Per capita GDP (in BDT) taken from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)*

অন্যান্য কর পদক্ষেপ

প্রস্তাবিত বাজেটে তামাক কোম্পানির করপোরেট করহার (৪৫ শতাংশ) এবং আয়ের উপর বিদ্যমান সারচার্জ (২.৫ শতাংশ) বাড়ানো হয়নি। ফলে তামাক কোম্পানিগুলোর মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

তামাকপণ্যে কার্যকর করারোপ কেন জরুরি

নৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত যুক্তি

বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (৩৫.৩%) তামাক সেবন করেন। তামাক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। প্রতিরোধযোগ্য এই মৃত্যু কখনই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এছাড়াও সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর করেছে এবং সে অনুযায়ী একটি শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ এসডিজি'র লক্ষ্য ৩এ অনুযায়ী এফসিটিসি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তামাকের মারাত্মক স্বাস্থ্যক্ষতি উপলব্ধি করে ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকারস' সামিট এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ২০২২ সালের ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের বাণীতেও তিনি এই প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এসব কিছুর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকারেও পরিণত হয়েছে।

তামাক অর্থনীতির জন্যও বড় একটা বোঝা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই নৈতিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যেকোনো মহামারি থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক-কর বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কার্যকর কর ও মূল্য পদক্ষেপের অভাবে (যেমন, সিগারেটের ৪টি মূল্যস্তরসহ এড ভ্যালোরেম শুল্ক পদ্ধতি, বিড়ির ফিল্টার ও নন ফিল্টার বিভাজন, সুনির্দিষ্ট শুল্ক পদ্ধতি প্রচলন না করা, করারোপে মূল্যস্ফীতি ও আয় বৃদ্ধি বিবেচনা না করা) তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি উল্টো তামাকপণ্য সহজলভ্যই থেকে যাচ্ছে। ফলে তামাকপণ্যের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমছে না। কার্যকর কর ও মূল্য পদক্ষেপের মাধ্যমে তামকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি এবং তামাক কর কাঠামো সংস্কারের জন্য তামাকবিরোধীদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে জনগণের তামাকজাত পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং একইসাথে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি পায়। তবে ৬ বছর পেরিয়ে গেলেও একটি সহজ তামাক শুল্ক-নীতি পাওয়া যায়নি।

তামাকে বর্ধিত কর দরিদ্র-বান্ধব

কর প্রণেতাগণ সবসময় একটি বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন যেন বাড়তি করারোপ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপর বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। এটি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু, তামাকে বর্ধিত করারোপ একটি দরিদ্র-বান্ধব উদ্যোগ। অর্থনীতির নিয়মে দরিদ্র জনগোষ্ঠী পণ্যের দামবৃদ্ধির প্রতি অধিক সংবেদনশীল অর্থাৎ সাধারণভাবে পণ্যের দাম বাড়লে ধনীর তুলনায় গরিব মানুষের মধ্যে পণ্যের ব্যবহার হ্রাস পায় বেশি হারে। তামাকপণ্যের দাম বাড়লেও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাকের ব্যবহার অধিকহারে হ্রাস পায়। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উচ্চ করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধি করা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে। দাম বাড়লে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা অধিকহারে হ্রাস পায়। ফলে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা কমে যায় এবং অকাল মৃত্যু হ্রাসসহ তামাক ব্যবহারজনিত রোগে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পায় এবং সরকারের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমে যায়। তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা এবং অকালমৃত্যুর কারণে দরিদ্র গৃহস্থালিতে উৎপাদনশীলতা এবং আয় সংক্রান্ত যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এবং ন্যাশনাল ক্যানসার ইনিস্টিটিউট এর একদল গবেষক বাংলাদেশে গৃহস্থালী ব্যয়ের ক্ষেত্রে তামাকের পিছনে ব্যয়ের ক্রাউডিং আউট প্রভাব বিষয়ক গবেষণায় দেয়িেছেন তামাক ব্যবহারকারী পরিবারগুলোকে তামাকমুক্ত পরিবারের তুলনায় শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, জ্বালানি এবং যাতায়াতের চেয়ে চিকিৎসায় অনেক বেশি ব্যয় করতে হয়। এছাড়াও তামাকের ব্যবহার স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধি, আয় ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং একইসাথে পুষ্টি ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় সীমিত করার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে ফেলে (টোব্যাকো অ্যান্ড পোভার্টি, টোব্যাকোনোমিক্স পলিসি ব্রিফ, ২০১৮)। কাজেই তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাময়িকভাবে ভোক্তার আয়ের উপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও তা মূলত ভোক্তার দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বাংলাদেশে তামাকপণ্যের অবৈধ বাণিজ্য খুবই সামান্য, কর বাড়ানোর সাথে অবৈধ বাণিজ্য বৃদ্ধির তেমন কোন সম্পর্ক নেই

প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের সময় তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন তামাকপণ্য বিশেষত সিগারেটের উপর কর বাড়ানোর সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সিগারেট চোরাচালান বৃদ্ধি এবং রাজস্ব হারানোর যে কল্পনাপ্রসূত যুক্তি তুলে ধরে তা কোনভাবেই সত্য নয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তামাক কোম্পানির এই অযৌক্তিক দাবির সাথে একমত পোষণ করেন, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। বিশ্বব্যাংক ২০১৯ সালে তামাকপণ্যের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন (Confronting Illicit Tobacco Trade: A Global Review of Country Experiences) প্রকাশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে সিগারেটের অবৈধ বাণিজ্য ২৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম মাত্র ১.৮ শতাংশ। ভারতে যা ১৭ শতাংশ, পাকিস্তানে ৩৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৩৬ শতাংশ এবং লাটভিয়ায় সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তামাকের ওপর কর বাড়ানোর সঙ্গে অবৈধ বাণিজ্য বাড়ার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে যেসব দেশে সিগারেট সবচেয়ে সস্তা বাংলাদেশ তারমধ্যে অন্যতম। এমনকি ভারতে সবচেয়ে কমদামি সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের কমদামি সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। সুতরাং বাংলাদেশে সিগারেটের দাম বাড়ালে সিগারেটের ব্যাপক চোরাচালান কিংবা অবৈধ বাণিজ্য হওয়ার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। অবৈধ বাণিজ্য এবং চোরাচালান দেশের দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ইঙ্গিত করে। কাজেই নীতিনির্ধারকদের উচিত হবে তামাক কোম্পানির প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে চূড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সকল তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধি করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য
তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং সুপারিশমালা

সিগারেটের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২২-২৩ অর্থবছর

সকল সিগারেট ব্রান্ডে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) মূল্যস্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

- **নিম্ন স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **মধ্যম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- **উচ্চ স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১২০ টাকা** নির্ধারণ করে ৭৮.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং
- **প্রিমিয়াম স্তরে** প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

সিগারেটের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

মধ্যমেয়াদে (২০২২-২৩ থেকে ২০২৭-২৮) সিগারেটের ব্রান্ডসমূহের মধ্যে দাম ও করহারের ব্যবধান কমিয়ে মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে নামিয়ে আনা

বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব: ২০২২-২৩ অর্থবছর

ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়িতে অভিন্ন করভারসহ (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৪৫%) সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ (সম্পূরক) শুল্ক প্রচলন করা

- ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ২৫ টাকা** নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;
- ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ২০ টাকা** নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

বিড়ির খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

জর্দা এবং গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ শুল্ক (সম্পূরক শুল্ক চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬০%) প্রচলন করা

- প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার **খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা** নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা;
- প্রতি ১০ গ্রাম গুলের **খুচরা মূল্য ২৫ টাকা** নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা।

জর্দা ও গুলের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

প্রস্তাবের যৌক্তিকতা:

সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে সিগারেটসহ সকল তামাকপণ্যের দাম বাড়ানো হলে রাজস্ব আয় সম্পর্কে সঠিক পূর্বানুমান করা সম্ভব হবে। রাজস্ব আহরণ সহজ হবে এবং রাজস্ব আহরণ ব্যয় কমবে। কিন্তু সিগারেটে বিদ্যমান বহুস্তর বিশিষ্ট অ্যাড ভ্যালোরেম পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং রাজস্ব সম্পর্কে সঠিক পূর্বানুমান করা যায় না। কোম্পানির মূল্য কারসাজির কারণে সরকার রাজস্ব হারাতে পারে। সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য কার্যকরভাবে বাড়ানো হলে তরুণরা তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরুৎসাহিত হয়।

ফলাফল

- সিগারেট থেকে সম্পূরক শুল্ক, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এবং ভ্যাট বাবদ ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, অর্থাৎ সিগারেট খাত থেকে ৩০ শতাংশ বাড়তি রাজস্ব আয় হবে। সিগারেটের ব্যবহার ১৫.১% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪% হবে। প্রায় ১৩ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপান থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত হবে এবং ৮ লক্ষ ৯৫ হাজারের অধিক তরুণ ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার তরুণ জনগোষ্ঠির অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে।
- বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে এসব পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করবে এবং একইসাথে সরকারের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশসমূহ

১. অ্যাড ভ্যালোরেম এর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি প্রবর্তন করে নিয়মিতভাবে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে করহার বাড়াতে হবে;
২. নিম্ন স্তরের সিগারেটের কর ও মূল্য ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে;
৩. বিড়ির কর ও মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়াতে হবে যাতে সস্তা সিগারেটের সাথে মূল্য পার্থক্য কমে আসে;
৪. করারোপ প্রক্রিয়া সহজ করতে তামাকপণ্যের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন (সিগারেটের মূল্যস্তর, ফিল্টার/নন ফিল্টার বিড়ি, জর্দা ও গুলের আলাদা খুচরা মূল্য প্রভৃতি) তুলে দিতে হবে;
৫. ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের কর আহরণ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং একইসাথে প্রমিত প্যাকেট/কৌটা (standardized packaging) প্রচলনের ন্যায় অন্যান্য কর-বহির্ভূত পদক্ষেপ অনুসন্ধান করতে হবে।
৬. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৭. তামাকপণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করতে হবে।

প্রস্তাবিত তামাক কর সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্যখাত ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে। এটি সরকার এবং জনগণ উভয়ের জন্যই লাভজনক। পাশাপাশি উল্লিখিত বাজেট প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম হবে।